رضی اللہ عنہ

মাওলা আলী

এর ৭২টি বাণী

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মাওলা আলী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ৭২টি বাণী

আত্তারের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"মাওলা আলী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ৭২টি বাণী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে মাওলা আলী শেরে খোদা (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ) এর সদকায় সকল সাহাবা ও আহলে বাইতের সত্যিকার গোলাম বানাও এবং তাকে মাওলা আলী (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ) এর জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রতিবেশিত্ব নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

একবার এক ভিক্ষুক (Beggar) অমুসলিমদের নিকট ভিক্ষা চাইলো, তারা ঠাট্টা করে মাওলা আলী, মুশকিল কোশা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর নিকট পাঠিয়ে দিলো, যিনি সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। সে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চাইলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ১০বার দরূদ শরীফ পাঠ করে তার হাতে দম করে দিলেন আর বললেন: মুষ্টি বন্ধ করে রাখো এবং যারা তোমায় পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খুলবে। (কাফেররা হাসছিলো যে, খালি ফুঁক দিয়ে কি হবে!) কিন্তু যখন ভিক্ষুক তাদের

সামনে মুষ্টি খুললো তখন তাতে দীনার ছিলো! এই কারামত দেখে অনেক অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলো।

(রাহাতুল কুলুব, ১৪২ পৃষ্ঠা)

ভিরদ জিস নে কিয়া দুরূদ শরীফ
হা'জতেঁ সব রাওয়া হোয়ে উস কি

অউর দিল সে পড়া দুরূদ শরীফ
হে আজাব কিমিয়া দুরূদ শরীফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাওলা আলীর পরিচিতি

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আম্মাজান হযরত বিবি ফাতেমা বিনতে আসাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর পিতার নামানুসারে তাঁর নাম রেখেছিলেন **"হায়দার"**, পিতার তাঁর নাম রাখেন **"আলী"** এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে **"আসাদুল্লাহ"** উপাধি প্রদান করেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪১২) এছাড়াও **"মুরতাদা** (নির্বাচিত)", **"কাররার** (উপর্যপুরি আক্রমনকারী)", **"শেরে খোদা"** ও **"মাওলা মুশকিল কোশা"** তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি।

হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম হলো **"আবুল হাসান"** ও **"আবু তুরাব"**। তিনি **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

চাচাতো ভাই (Paternal Cousin) ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৪ বছর ৮ মাস ৯দিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ বা ১৯ রমযানুল মুবারকে এক অভিশপ্ত খারেজীর মারাত্মক আক্রমনে তিনি প্রচন্ডভাবে আহত হন এবং ২১ রমযানুল মুবারক রবিবার রাতে শহীদ হন। (আসাদুল গাবাতি, ৪/১০০। তারিখুল খোলাফা, ১৩২-১৩৯ পৃষ্ঠা। খোলাফায়ে রাশেদীন, ১৩১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা হে
কেহ উন সে খোশ হাবীবে কিবরিয়া হে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শেরে খোদার বাণী সমগ্র

১. আমলের চেয়ে বেশি তা কবুলের ব্যবস্থা করো, এই কারণেই যে, পরহেযগারীতার সহিত করা সামান্য আমলও অনেক হয়ে থাকে আর যে আমল কবুল হয়ে যাবে তা কিভাবে সামান্য হয়। (কানযুল উম্মাল, ১ম অংশ, ২/২৭৮, হাদীস ৮৪৯২)

২. (ঈদের দিন বলেন:) ঐসব দিন যাতে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করা হয়নি, আমার জন্য ঈদের দিন।

(কু'তুল কুলুব, ২/৩৮)

৩. আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিষের জন্য অনেক বেশি ভীত থাকি: (১) চাহিদার অনুসরন এবং (২) দীর্ঘ আশা।

(আয যাহিদ লিইবনিল মুবারক, ১/৮৬, হাদীস ২৫৫)

৪. যে ব্যক্তি এই ধারণা রাখে যে, নেক আমল করা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে সে মিথ্যা আশার শিকার।

(আয়াহাল ওয়ালাদ, ১১ পৃষ্ঠা)

৫. ব্যয় করো, লোক দেখানো (Show Off) করো না এবং নিজেকে এর জন্য উচ্চ করোনা যে, তোমাকে চেনা যায় আর তোমার নাম হয় বরং পেছনে থাকো আর নিরবতা অবলম্বন করো, নিরাপদ থাকবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৩৯)**

৬. মানুষের উচ্চতা ২২ বছর আর জ্ঞান ২৮ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এরপর মৃত্যু পর্যন্ত অভিজ্ঞতা অব্যাহত থাকে।

(আল কাওয়াকাবুদ দারিয়াতি, ১/১০২)

৭. গুনাহের ভয়াবহতায় ইবাদতে অলসতা এবং রিযিকে স্বল্পতা আসে। **(তাবকাতুস সুফিয়া, ১/১০৬)**

৮. বান্দা অধৈর্য হয়ে নিজেকে হালাল রুজি থেকে বঞ্চিত করে দেয় এবং এরপরও নিজের ভাগ্য থেকে বেশি অর্জন করতে পারে না। (আল মুস্তারাফ, ১/১২৪)

৯. যেই "**কষ্টের**" পর "**জান্নাত**" অর্জিত হয়, তা "**কষ্ট**" নয় আর যেই "**প্রশান্তির**" পরিণাম "**দোযখ**" হয়, তা "প্রশান্তি" নয়। (আল মুস্তারাফ, ১/১৪০)

১০. নিজের মতকে যথেষ্ট মনেকারী বিপদে রয়েছে।

(আল মুস্তারাফ, (১/১৩১)

১১. যখন তুমি নিজের শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেয়াতে সক্ষম হয়ে যাবে তখন এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাকে ক্ষমা করে দাও। (আল কাওকাবুদ দারিয়াতি, ১/১০২)

১২. ঐসকল লোকেদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা, যাদের উপদেশ তখনই উপকৃত করে যখন অনেক বেশি লজ্জিত করা হয়।

(আল মুস্তারাফ, ১/১৩৯)

১৩. লালসার চমক দেখে অধিকাংশেরই জ্ঞান মার খেয়ে যায়। (আল মুস্তারাফ, ১/১২৮)

১৪. যখন কোন ব্যক্তির জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন তার কথাবার্তা কমে যায়। (আল মুস্তারাফ, ১/১৪৬)

১৫. মানুষের মধ্যে যে অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে থাকে, সে **আল্লাহ পাক**কে অধিক ভয় করে, অধিক ইবাদত করে এবং **আল্লাহ পাকে**র (সন্তুষ্টির) জন্য অধিক উপদেশ দেয়।

(মিনহাজুল আবেদীন, ১৬ পৃষ্ঠা)

১৬. সম্পদ ও সন্তান হলো দুনিয়ার ক্ষেত আর নেক আমল হলো আখিরাতের, **আল্লাহ পাক তাঁর** অনেক বান্দাকে এসবই দান করে থাকেন। **(হুসনিল তানবিয়া, ৩/১৭৪)**

১৭. যদি আমি চাই তবে সূরা ফাতিহার তাফসীর দ্বারা ৭০টি উট পূর্ণ করে দিবো। (অর্থাৎ তার তাফসীর লিখে এতগুলো রেজিস্টার প্রস্তুত হয়ে যাবে যে, তা উঠাতে ৭০টি উট লাগবে।) **(কু'তুল কুলুব, ১/৯২)**

১৮. যদি মদের একটি ফোঁটাও কূপে পরে যায় আর সেই জায়গায় মিনার বানিয়ে দেয়া হয় তবে আমি তাতে আযান দিবো না এবং যদি নদীতে মদের এক ফোঁটা পরলো অতঃপর নদী শুকিয়ে গেলো আর সেখানে ঘাস সৃষ্টি হয়ে যায় তবে তাতে আমার পশু চড়াবো না।

(তাফসীরে মাদারিক, সূরা বাকারা, ২১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১১৩ পৃষ্ঠা)

১৯. দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং চাহিদার অনুসরন (Follow) সত্যকে বাধাঁ দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৬৯, হাদীস ১০২১৬)

২০. নিজের ঘর থেকে মাকড়সার জাল (Spider's Web) দূর করো, এটি অভাবের কারণ হয়ে থাকে।

(তাফসীরে মাদারিক, পারা ২০, সূরা আনকাবুত, ৪১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৫৮৪)

২১. প্রতিটি নেকী সম্পাদানকারীর নেকীর ওজন করা হবে, শুধুমাত্র ধৈর্যধারণকারী ব্যতীত, কেননা তাদেরকে বিনা হিসেবে দেয়া হবে।

(তাফসীরে খাযিন, ২৩তম পারা, সূরা যুমার, ১০নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৫১)

২২. জান্নাতের দরজার নিকট একটি দরজা রয়েছে, এর নীচ দিয়ে ঝর্ণা (Springs) প্রবাহিত হয়, মুমিন সেখানে পৌঁছে পানি পান করবে, এতে তার বাতিন পবিত্র হয়ে যাবে অতঃপর ফিরিশতারা জান্নাতের দরজায় (তাকে) স্বাগত জানাবে। **(তাফসীরে কবীর, ২৪তম পারা, সূরা যুমার, ৭৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৪৭৯-৪৮০। তাফসীরে খাযিন, ৪/৬৩-৬৪)**

২৩. দুই বন্ধু মুমিন এবং দুই বন্ধু কাফের (ছিলো), মুমিন বন্ধুর মধ্যে একজন মারা গেলে তখন **আল্লাহ**র দরবারে আরয করা হতো ইয়া **আল্লাহ**! অমুক আমাকে তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্য করা এবং নেকী করার আদেশ দিতো আর আমাকে খারাপ কাজ থেকে বাঁধা দিতো এবং বলতো যে, আমাকে তোমার সামনে উপস্থিত হতে হবে, হে **আল্লাহ**! তাকে আমার পর পথভ্রষ্ট করো না

আর তাকে হেদায়ত দান করো, যেভাবে আমাকে হেদয়াত করেছো আর তাকে অনুগ্রহ করো যেভোবে আমাকে অনুগ্রহ করেছো, যখন তার মুমিন বন্ধু মারা যায় তখন **আল্লাহ পাক** উভয়কে একত্র করেন এবং ইরশাদ করেন যে, তোমরা প্রত্যেকে একে অপরের প্রশংসা করলে তবে প্রত্যেকে বলে যে, সে হলো উত্তম ভাই, ভাল বন্ধু, উত্তম সাথী। আর দু'জন কাফের বন্ধুর মধ্যে যখন একজন মারা যায় তবে দোয়া করে, হে প্রতিপালক! অমুক আমাকে তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্য করতে নিষেধ করতো এবং খারাপ কাজের আদেশ দিতো, নেকী থেকে বাঁধা দিতো আর বলতো যে, আমাকে তোমার দরবারে উপস্থিত হতে হবে না, তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে একে অপরের প্রশংসা করলে তবে এতে একে অপরকে বলো খারাপ ভাই, মন্দ বন্ধু, নিকৃষ্ট সাথী।

(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, ২৫তম পারা, সূরা আহযাব, ৬৬ নং আয়াতে পাদটিকা)

২৪. ইলম হচ্ছে ধনভান্ডার আর প্রশ্ন করা হলো তার চাবি, **আল্লাহ পাক** তোমাদের প্রতি দয়া করুন প্রশ্ন করো, কেননা এতে (প্রশ্ন করা অবস্থায়) চার ব্যক্তিকে সাওয়াব

দেয়া হয়। প্রশ্নকারীকে, উত্তর প্রদানকারীকে, শ্রবণকারীকে এবং তাদেরকে ভালবাসা পোষণকারীকে।

(মুসনাদিল ফেরদাউস, ২/৮০, হাদীস ৪০১১)

২৫. তিনটি জিনিষ স্মৃতিশক্তিকে (Memory) প্রখর ও কফ দূর করে। (১) মিসওয়াক (২) রোযা (৩) কোরআন পাঠ করা। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৪)**

২৬. যে না জেনে মানুষদেরকে ফতোয়া দেয়, আসমান ও জমিনের ফিরিশতারা তার প্রতি অভিশাপ প্রদান করে থাকে। **(আল মুস্তারাফ, ১/৩৯)**

২৭. মজলুমের অত্যাচারির উপর প্রাধান্য লাভের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) অত্যাচারির মজলুমদের উপর প্রাধান্য লাভের চেয়ে বেশি কঠিন। **(আল মুস্তারাফ, ১/১৮৬)**

২৮. সামান্য জিনিস দেয়াতে লজ্জা করো না, কেননা দেয়া থেকে বঞ্চিত থাকা এর চেয়েও সামান্য। **(আল মুস্তারাফ, ১/৩৮৩)**

২৯. **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি কোরআনে করীমের প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে জানি যে, তা কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে অনেক বুঝার অন্তর এবং অনেক প্রশ্নকারী জিহ্বা দান করেছেন।

(আত তাবকাতে কুবরা লিইবনে সাআদ, ২/২৫৭)

৩০. কিয়ামতের দিন দুনিয়া সুন্দর আকৃতিতে আসবে এবং আরয করবে: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে তোমার কোন অলী দান করো। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: যাও, তোমার কোন সত্যতা নেই আর আমার দরবারে কোন স্থানও নেই যে, তোমাকে কোন অলী দান করবো। অতএব তাকে পুরোনো কাপড়ের ন্যায় মুচরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১১৩)**

৩১. কল্যাণ এটা নয় যে, তোমার অনেক বেশি সম্পদ ও সন্তান অর্জিত হয়ে গেলো বরং কল্যাণ তো এটাই যে, তোমার জ্ঞান বেশি হওয়া এবং সহ্য ক্ষমতাও মহান হওয়া আর **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত এত বেশি করো যে, মানুষের থেকে অগ্রগামি হয়ে যাও। যখন তুমি নেকী করাতে সফল হয়ে যাবে তখন এতে **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং যদি গুনাহে পরে যাও তবে **আল্লাহ পাক** থেকে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর দুনিয়ায় কল্যাণ ঐ লোকের অর্জিত হয়ে থাকে, যে গুনাহ হয়ে যাওয়া অবস্থায় তাওবা করে তা সংশোধন করে নেয় বা ঐ ব্যক্তি, যে নেকী করাতে তাড়াহুড়ো করে।

(আয যুহুদ লিল বায়হাকী, হাদীস ২৭৬/৭০৮)

৩২. আমার ৫টি কথা স্মরণ রাখো (এবং এগুলো এমন মূল্যবান কথা যে,) যদি তুমি উটের উপর আরোহন করে একে খুঁজতে বের হও তবে উট ক্লান্ত হয়ে যাবে কিন্তু এই কথাগুলো পাবে না: (১) বান্দা যেনো শুধু তার প্রতিপালকের প্রতিই আশা রাখে। (২) নিজের গুনাহের কারণে ভীত থাকে। (৩) অজ্ঞরা "**জ্ঞানের**" ব্যাপারে প্রশ্ন করাতে যেনো লজ্জা না পায়। (৪) আর যদি আলিমের কোন মাসআলার ব্যাপারে জ্ঞান না থাকে তবে (কখনোই যেনো না বলে আর অজ্ঞতা প্রকাশ এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে) "وَاللّٰهُ اَعْلَمُ, অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।" বলাতে না ঘাবড়ায় এবং (৫) ঈমানের মধ্যে ধৈর্যের ঐ মর্যাদা, যেমন শরীরে মাথার, তার ঈমান (পরিপূর্ণ) নয় যে অধৈর্য হয়ে পরে।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৭/১২৪, হাদীস ৯৭১৮)

৩৩. **আল্লাহ পাকে**র অখ্যাত বান্দাদের জন্য সুসংবাদ! ঐ সকল বান্দা যারা নিজেরা তো মানুষকে চিনে কিন্তু লোকেরা তাদের চিনে না, **আল্লাহ পাক** (জান্নাতে নিযুক্ত ফিরিশতা) হযরত রিদওয়ান عَلَيْهِ السَّلَام কে তার পরিচয় করিয়ে দেন, এরাই হেদায়তের আলোকিত প্রদীপ এবং

আল্লাহ পাক সকল অন্ধকার ফিতনা তাঁদের নিকট প্রকাশ করে দেন। **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে আপন রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারা না প্রসিদ্ধি চায় না অত্যাচার করে আর না রিয়াকারীতে পতিত হয়।

(আয যুহ্দুল হানাদ, ২/৪৩৭, হাদীস ৮৬১)

৩৪. শুনো! পরিপূর্ণ ফকীহ হলো সেই, যে মানুষদের **আল্লাহ**র রহমতে নিরাশ করে না, **আল্লাহ পাকে**র আযাবের প্রতি নির্ভয় হতে দেয় না, **তাঁর** অবাধ্যতায় ছাড় দেয় না এবং কোরআনে করীমকে ছেড়ে অন্য কোন কিছুর প্রতি আগ্রহ রাখে না। **(দারামী, ১/১০১, হাদীস ১৯৭, ১৯৮)**

৩৫. হে লোকেরা! জ্ঞানের উৎস, রাতের প্রদীপ (অর্থাৎ রাত জেগে **আল্লাহ**র ইবাদতকারী), পুরোনো পোশাক এবং পবিত্র অন্তরের অধিকারী হয়ে যাও, এর কারণে আসমানে তোমাদের প্রসিদ্ধি হবে এবং জমিনে তোমাদের আলোচনা সমুন্নত হবে। **(দারামী, ১/৯২, হাদীস ২৫৬)**

৩৬. জ্ঞান সম্পদের চেয়ে উত্তম। জ্ঞান তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে আর সম্পদকে তোমার নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। জ্ঞান প্রসারে বৃদ্ধি পায় আর সম্পদ খরচ করাতে কমে যায়। জ্ঞানীকে লোকেরা ভালবাসে। জ্ঞানীরা

জ্ঞানের কারণে নিজের জীবনে **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য করে থাকে। জ্ঞানীর মৃত্যুর পরও তার কল্যাণময় আলোচনা অবশিষ্ট থাকে আর সম্পদের উপকারীতা তা শেষ হওয়ার সাথেসাথেই শেষ হয়ে যায় আর এমনই ব্যাপার সম্পদশালীদেরই যে, দুনিয়ায় সম্পদ শেষ হতেই তার নামও মুছে যায়, এর বিপরীতে ওলামার নাম কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। সম্পদশালীদের নাম নেয়ার কাউকে পাওয়া যায় না আর ওলামায়ে দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদা সর্বদা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১২১)

৩৭. তিনটি আমল কঠিন: (১) নিজের প্রাণের হক আদায় করা (২) সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র যিকির করতে থাকা এবং (৩) অভাবী মুসলমানদের আর্থিক সহযোগিতা করা।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১২৬)

৩৮. যখন তুমি কোন কিছু অর্জন করতে চাও, তবে তাতে এমনভাবে লেগে যাও যে, ব্যস সর্বদা তা অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকো। **(তা'লিমুল মুতাআল্লিম, ১০৯ পৃষ্ঠা)**

৩৯. নিশ্চয় নেয়ামতের সম্পর্ক হলো "**কৃতজ্ঞতা**"র সহিত আর কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক নেয়ামত বৃদ্ধির সহিত, এই দু'টি একে অপরের জন্য আবশ্যক। ব্যস **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ

থেকে নেয়ামত বৃদ্ধি হওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার পক্ষ থেকে "**কৃতজ্ঞতা**" বন্ধ হবে না। (শোকর কি ফাযায়িল, ১১ পৃষ্ঠা)

৪০. ২৮তম পারা সূরাতুত তাহরীমের ৬নং আয়াত "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا"(১) এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: এই আয়াতের চাহিদা হলো যে, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে কল্যাণের শিক্ষা দাও এবং তাদরেকে জীবনের আদব শিখাও। (তাফরীরে দুররে মনসুর, ৮/২২৫)

৪১. আমার নিকট কেউ ঐ মনিষীর চেয়ে বেশি পছন্দনীয় নয়, যে **আল্লাহ পাকের** সহিত নিজের নেক আমলনামা সহকারে সাক্ষাত করে। (তারিখুল খোলাফা, ৪৫ পৃষ্ঠা)

শায়খাইন করীমাইনের ব্যাপারে বাণী সমগ্র

৪২. যে আমাকে হযরত আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) থেকে উত্তম বলবে, তবে আমি তাকে মুফতারীর (অর্থাৎ অপবাদ লোপনকারীকে প্রদান করার) শাস্তি প্রদান করবো। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৩৮৩)

---

১. কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও।

৪৩. এই উম্মতের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর সবচেয়ে উত্তম হলো (হযরত) আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا)। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৩৪৬) ☆ ইমাম যাহবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই বাণীটি হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বাতাওয়াতির বর্ণিত।

(তারিখুল খোলাফা, ৩৪ পৃষ্ঠা)

৪৪. (হযরত) আবু বরক সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কৃতজ্ঞতা পোষণকারী এবং এই **আল্লাহ পাকে**র পছন্দনীয় বান্দাদের মধ্যে আমিন[১], তিনি সকলের চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা পোষণকারী ও সবচেয়ে বেশি **আল্লাহ পাকে**র পছন্দনীয়।

(তাফসীরে তাবারী, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১৪৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৫৫)

৪৫. আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাহাদুর হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ**ই** ছিলেন। (মুসনাদে বাযার, ৩/১৪, হাদীস ৭৬১)

৪৬. মনে রেখো! তিনি (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ালু, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুহার সাথী এবং নিজের সম্পদ দ্বারা হুযুরকে সবচেয়ে বেশি উপকারকারী। (আর রিয়াযুন নাদারা, ১/১৩০)

---

১. তাফসীরে তাবারীর একটি পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য তাফসীরে "আমিন" শব্দের স্থলে "আমির" রয়েছে।

৪৭. আমরা সকল সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সবচেয়ে উত্তম। (আর রিয়াযুন নাদারা, ১/১৩৮)

৪৮. (শপথ করে বলেন:) **আল্লাহ পাক** আবু বকরের নাম **"সিদ্দিক"** আসমান থেকে অবতীর্ণ করেন।

(মুস্তাদরিক আলাস সহিহাইন, ৪/৪, হাদীস ৪৪৬১)

৪৯. আমি তো হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সকল নেকী গুলোর মধ্যে শুধুমাত্র একটি নেকী। (ফাযায়িলে আবী বকর সিদ্দিক লিল আশআরী, ৫১ পৃষ্ঠা, নম্বর ২৯। তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৩৮৩)

৫০. **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরপর সবচেয়ে উত্তম মনিষী হলেন (হযরত) আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا), কোন মুমিনের অন্তরে, না আমার ভালবাসা এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) এর প্রতি বিদ্বেষ একত্র হতে পারে, আর না আমার শত্রুতা ও হযরত আবু বকর ও ওমর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) এর ভালবাসা একত্র হতে পারে।

(মু'জামু আওসাত, ৩/৭৯, হাদীস ৩৯২০। তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৩৫৬)

জান্নাতের অনুমতি পত্র

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাক্ষাত হলো

তখন সিদ্দিকে আকবর মাওলা আলী কে দেখে মুচকি হাসতে লাগলেন। হযরত আলীউল মুরতাদা জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি মুচকি হাসছেন কেন?" হযরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন: "আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি যে, পুলসিরাত সেই অতিক্রম করবে, যাকে আলীউল মুরতাদা লিখিত অনুমতি পত্র দিবে।" একথা শুনে হযর আলীউল মুরতাদাও মুচকি হাসতে লাগলেন: "আমি কি আপনাকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে আপনার জন্য র্বণনা করা সুসংবাদ শুনাবো না যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পুলসিরাত অতিক্রম করার অনুমতি পত্র শুধু সেই পাবে, যে আবু বকর সিদ্দিককে ভালবাসা পোষণকারী হবে।" (আর রিয়াযুন নাদারা, ১/২০৭)

আল্লাহ! মেরা হাশর হো বু বকর অউর ওমর
ওসমানে গনী ও হযরতে মাওলা আলী কে সাথ

- ✯ **নবীর সকল সাহাবী ..... জান্নাতী জান্নাতী**
- ✯ **সকল মহিলা সাহাবীয়াও ..... জান্নাতী জান্নাতী**
- ✯ **হযরতে সিদ্দিকও ..... জান্নাতী জান্নাতী**
- ✯ **আর ওমর ফারুকও ..... জান্নাতী জান্নাতী**
- ✯ **হযরতে ওসমানও ..... জান্নাতী জান্নাতী**
- ✯ **ফাতেমা ও আলী ..... জান্নাতী জান্নাতী**

☆ নবীর পিতামাতা ..... জান্নাতী জান্নাতী
☆ নবীর সকল বিবি ..... জান্নাতী জান্নাতী

৫১. নিজের মুখকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, কেননা মানুষের ধ্বংস অধিক কথাবার্তা করার মধ্যেই রয়েছে। (বাহরুদ দুমু, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

৫২. যখন বান্দা মারা যায় তখন জমিনে তার নামাযের স্থান এবং আসমানে তার আমলের ঠিকানা তার জন্য কান্না করে থাকে। (আয যুহুদে লিইবনিল মুবারক, ১১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৩৬)

৫৩. যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কোরআনে করীম তিলাওয়াত করে, তার জন্য প্রতিটি হরফের পরিবর্তে ১০০টি নেকী রয়েছে এবং যে ব্যক্তি বসে তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রতিটি হরফের পরিবর্তে ৫০টি নেকী রয়েছে আর যে ব্যক্তি নামায ব্যতীত অযু সহকারে তিলাওয়াত করবে তার জন্য ২৫টি নেকী রয়েছে আর যে ব্যক্তি অযু বিহীন কোরআন তিলাওয়াত করবে তার জন্য ১০টি নেকী রয়েছে এবং রাতের কিয়াম (অর্থাৎ ইবাদত) উত্তম, কেননা তখন অন্তর বেশি অবসর হয়ে থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৬)

৫৪. আশ্চার্য লাগে ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মুক্তির উপলক্ষ্য রাখার পরও ধ্বংস হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো: মুক্তির উপলক্ষ কি? বললেন: ইস্তিগফার। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪১৪)

৫৫. আমি ঐ ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ জ্ঞানী মনে করিনা, যে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা ব্যতীত ঘুমিয়ে পরে। (ইহইয়াউল উলূম, ১/৪৫৪) সেই দু'টি আয়াত হলো:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓىٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ ﴿۲۸۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ রাসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, যা **তাঁর প্রতিপালকের** নিকট থেকে **তাঁর** উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও। সবাই মান্য করেছে **আল্লাহ, তাঁর** ফিরিশতাগণ, **তাঁর** কিতাবসমূহ এবং **তাঁর** রাসূলগণকে, এ কথা বলে যে, 'আমরা **তাঁর** কোন রাসূলের উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করি না' আর আরয করেছে; 'আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি। তোমার ক্ষমা হোক! হে আমাদের **প্রতিপালক** এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

উত্তম সহচর্যের ব্যাপারে বাণী সমগ্র

☆ যেই খাবার লবণ (বা লবণাক্ত বস্তু) দ্বারা শুরু করা হয় **আল্লাহ পাক** তা দ্বারা ৭০টি রোগ দূর করে দেন। ☆ যে প্রতিদিন সাতটি আজওয়া খেজুর খেয়ে নিবে, তার পেটের রোগ বালাই দূর হয়ে যাবে। ☆ যে প্রতিদিন ২১টি লাল কিসমিশ (Red Currant) খেয়ে নিবে, নিজের শরীরে

কোন অপছন্দনীয় বস্তু দেখবে না। ☆ মাংস মাংস সৃষ্টি করে। ☆ সরীদ আরববাসীদের খাবার। ☆ নিফাস সম্পন্না মহিলার জন্য ভেজা খেজুরের চেয়ে উত্তম কোন জিনিস নেই। ☆ মাছ শরীরকে গলিয়ে দেয় (অর্থাৎ চিকন বানিয়ে দেয়)। ☆ যারা দীর্ঘ জীবন চায়, তারা যেনো নাশতা তাড়াতাড়ি করে, সন্ধ্যার খাবার কম এবং দেরীতে খায় আর জুতা পরিধান করে। মানুষের জন্য ঘি এর চেয়ে উত্তম কোন ঔষধ নেই। মহিলাদের সাথে মেলামেশা কম রাখে, চাদর হালকা রাখে অর্থাৎ ঋণ না নেয়। (উয়ুনুল আখবার, ৩/২৯৩)

৫৬. তিনটি অভ্যাস পুরুষের মধ্যে হলে মন্দ কিন্তু মহিলাদের মধ্যে হলে ভালঃ (১) কৃপণতা (২) আত্মম্ভরিতা ও (৩) ভীরুতা। **ব্যাখ্যাঃ** কেননা মহিলা যদি কৃপণ হয় তবে নিজের এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করবে। আত্মম্ভরিতা হলে তবে সবার সাথে নম্রভাবে কথাবলা পছন্দ করবেনা এবং ভীরু হলে তবে স্বামীকে ভয় করবে, অতএব ঘর থেকে বাইরে বের হবে না আর নিজের স্বামীর ভয়ে অপবাদের স্থান থেকে বিরত থাকবে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫০)

৫৭. হে ব্যবসায়ীরা! নিজের হক নাও এবং অপরের হক দিয়ে দাও, নিরাপত্তার সহিত থাকো এবং সামান্য লাভকে

হেলা করো না অন্যথায় বেশি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/১০৩)

৫৮. তোমার সত্যিকার বন্ধু হলো সেই, যে তোমাকে সঙ্গ দেয় আর তোমার উপকারের জন্য নিজের ক্ষতি সাধন করে। যখন তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তবে তোমার সহায় হয় আর তোমার নিরাপত্তার জন্যর নিজের চাদর বিছিয়ে দেয়। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৪)

৫৯. যখন তোমাদের মধ্যে কারো পেটে ব্যাথা হয় তখন নিজের স্ত্রী থেকে তার মোহর থেকে কিছু টাকা চেয়ে নাও এবং সেই টাকা দিয়ে মধু কিনে বৃষ্টির পানির সাথে মিশিয়ে পান করো। এভাবে সেই পানিতে হানা[১], আরোগ্য এবং মুবারক পানির সংমিশ্রণ হয়ে যাবে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২৬২)

৬০. লোকেরা! তোমরা পরস্পর মৌমাছির ন্যায় হয়ে যাও, যদিও অন্যান্য পাখিরা তাদেরকে দূর্বল ও নিকৃষ্ট (Inferior) মনে করে কিন্তু যদি তারা এটা জেনে যায় যে,

---

১. হারা দ্বারা এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে: وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ④ (পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ৪) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নারীদেরকে তাদের 'মোহর' সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করো! অতঃপর যদি তারা সন্তুষ্ট মনে 'মোহর' থেকে তোমাদেরকে কিছু দিয়ে দেয় তবে তা খাও, স্বচ্ছন্দে।

মৌমাছির পেটে **আল্লাহ পাক** খুবই বরকত রেখেছেন তবে কখনোই নিকৃষ্ট মনে করবে না। (তারিখুল খোলাফা, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

৬১. হে কোরআন শিক্ষা গ্রহণকারী! কোরআনের বিধানের উপর আমল করো, আলিম (জ্ঞানী) হলো সেই, যে ইলম অর্জন করার পর এর উপর আমল করে এবং তার ইলম ও আমল উভয়ই একই হয়ে যায়। (তারিখুল খোলাফা, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

৬২. **"আল্লাহর তৌফিক"** অনন্য পথনির্দেশক, **"সদাচরণ"** অনন্য বন্ধু, **"প্রজ্ঞা ও চেতনা"** অনন্য সাথী, **"আদব"** অনন্য উত্তরাধীকার সম্পদ এবং **"শোক"** অহঙ্কারের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। (তারিখুল খোলাফা, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

৬৩. বিপদ ও পেরেশানিও একটি পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। এর জন্য বুদ্ধিমানের উচিৎ যে, বিপদের অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা, যাতে বিপদ তার স্থিতিকালের চলে যায়, অন্যথায় স্থিতিকাল শেষ হওয়ার পূর্বে বিপদকে দূর করার চেষ্টা বিপদকে আরো বাড়িয়ে দেয়। (তারিখুল খোলাফা, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম হাসান মুজতাবাকে উপদেশ

৬৪. দূর্ভাগা ইবনে মলজুমের আক্রমনের পর রাসূলের নাতী হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর প্রিয়

আব্বাজান হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হলে তখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর কলিজার টুকরোকে বলেন: বৎস! ৮টি বিষয় মনে রাখবে: (১) সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো **"প্রজ্ঞা"** (২) সবচেয়ে বড় দারিদ্র্য হলো **"বোকামি"** (৩) সবচেয়ে বড় আতঙ্ক হলো **"অহঙ্কার"** (৪) সবচেয়ে বড় মাহাত্ম ও করুণা হলো **"প্রফুল্লতা ও উত্তম আচরণ"**। বৎস! এই চারটি বিষয় থেকে সর্বদা বিরত থাকবে: (১) বোকার বন্ধুত্ব থেকে, যদিও সে লাভবান করে কিন্তু অবশেষে তার থেকে কষ্টই পাবে। (২) মিথ্যুক সাথী থেকে, কেননা সে নিকটকে দূরে আর দূরকে নিকটে করে দেয়। (৩) কৃপণের সঙ্গ থেকে, এই জন্য যে, সে তোমার থেকে ঐ বিষয়গুলো ছাড়িয়ে দেয়, যা তোমার প্রবল প্রয়োজন হয় আর (৪) ফাজিরের (অর্থাৎ গুনাহগার) বন্ধুত্ব থেকে, এই জন্য যে, সে তোমাকে সামান্য কিছুর পরিবর্তে বিক্রি করে দিবে। **(তারিখুল খোলাফা, ১৪৫ পৃষ্ঠা)**

৬৫. অত্যধিক সতর্কতা মূলত "কুধারণা"।

(তারিখুল খোলাফা, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

৬৬. ভালবাসা দূর সম্পর্কীয়দেরকে নিকটে করে দেয় আর শত্রুতা বংশের নিকটাত্মীয়দেরকে দূরে করে দেয়। হাত শরীর থেকে অনেক বেশি নিকটে কিন্তু পঁচে গেলে কেটে ফেলা হয় আর অবশেষে দাগ দেয়া হয়।

(তারিখুল খোলাফা, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

৬৭. যখন আমার থেকে এরূপ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়, যার উত্তরে আমি বলি যে, **আল্লাহ পাক** ভাল জানেন, আমি এই মাসআলা সম্পর্কে অনবহিত তখন আমি অনেক শান্তি পাই আর আমার উত্তর স্বয়ং আমার অনেক পছন্দ ও কাম্য।

(তারিখুল খোলাফা, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

৬৮. মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার কারীর উপর আবশ্যক যে, যা অপরের জন্য পছন্দ করে তাই নিজের জন্যও পছন্দ করা। (তারিখুল খোলাফা, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

৬৯. তুমি আখিরাতের সন্তান হও! দুনিয়ার নয়, এই জন্য যে, আজ (অর্থাৎ দুনিয়ায়) আমল হিসাব নাই আর কাল (অর্থাৎ আখিরাতে) হিসাব আমল নাই।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১১৭)

৭০. রিয়াকারের তিনটি নিদর্শন রয়েছে, যখন একা থাকে তবে ইবাদতে অলসতা করে এবং নফল বসে পড়ে আর

যখন মানুষের সামনে থাকে তবে অলসতা করে না বরং আমল বেশি করে এবং যখন লোকেরা তার প্রশংসা করে তখন ইবাদত করে, যদি লোকেরা দূর্নাম করে তখন ছেড়ে দেয়। (তাম্বিহুল মুগতাররিন, ২৬ পৃষ্ঠা)

৭১. যে ব্যক্তি জান্নাতের আশাবাদী হয়, সে নেকী করাতে তাড়াতাড়ি করে, যে ব্যক্তি জাহান্নামকে ভয় করে সে নিজেকে নাজায়িয চাহিদা থেকে বিরত রাখে আর যার মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস হয়ে গেলো, সে দুনিয়ার স্বাদকে শেষ করে দিলো। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩১ পৃষ্ঠা)

৭২. চোখ হলো শয়তানের ফাঁদ, দ্রুত প্রভাব গ্রহণকারী অঙ্গ আর খুবই দ্রুত হেরে যায়, যে ব্যক্তি নিজের শরীরের অঙ্গকে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে ব্যবহার করলো তার আশা পূরণ হলো এবং যে ব্যক্তি নিজের শরীরের অঙ্গকে চাহিদার পেছনে লাগিয়ে দিলো, তার আমল বাতিল হয়ে গেলো। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৯২ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شاہِ مَرداں شیرِ یَزداں قوتِ پروَردگار
لَا فَتٰی اِلَّا عَلِی، لَا سَیْفَ اِلَّا ذُوالْفِقَار

অনুবাদ

হযরত আলী বীরদের বাদশা, আল্লাহ'র সিংহ ও আল্লাহ পাকের দানকৃত শক্তির আজিমুশশান "প্রকাশস্থল"। তাঁর মতো কোন "বাহাদুর" নেই, "যুলফিকারের" মতো কোন তলোয়ার নেই।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net